খণ্ড ১, সংখ্যা ১ | ভাবনগর | আগস্ট ২০১৪
Vol. 1, No. 1 | BHABNAGAR | August 2014

আধুনিকযুগের ধর্ম এবং একজন সাধকের দর্শন

জাপানি ভাষায় রচিত একটি গ্রন্থালোচনা

নাজমীন মর্তুজা

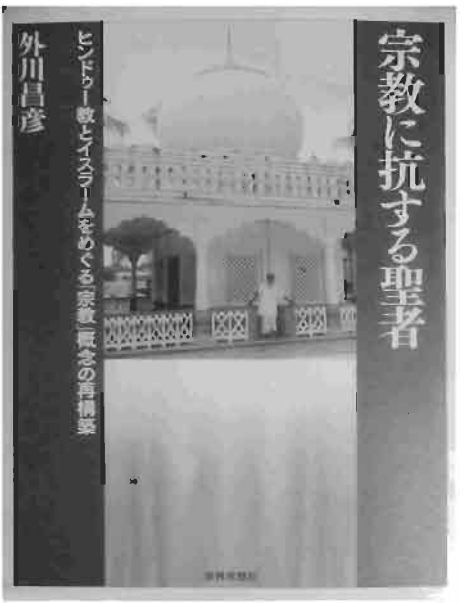

জাপানি ভাষায় মাসাহিকো তোগাওয়া-র রচিত
লালন বিষয়ক শুক্যোনি কৌসুর সেইজা-র প্রচ্ছদ

Modern religion and the philosophy of a *Sadhaka*

Book review : Published in the Japanese Languages

Nazmin Mortuza

Book Review

Abstract

The compositions of Bangladesh's ever-revered *bhab-sadhaka* Fakir Lalon Sain have been published in a book in the Japanese language. The book's author Masahiko Togawa a professor in Japan in Hiroshima University's Cultural anthropology department. The book summarizes how a Japanese university professor received initiation from the *sadhaka* community. In his summary he describes how he received the opportunity to blend in with the secretive Baul-*sadhaka* communities. Masahiko Togawa's book is thus a uniquely written account filled with significance. In this book he takes a different direction from conventional research on Lalon and recognizes its errors, allowing him to cover alongside his account the controversy over Fakir Lalon Sain's Hindu or Muslim origin at birth and how it began. Along with covering Lalon Sain's life, his worldview, song melodies and lyrics, he discusses reveals the modern impact of Lalon's messages and gives a history of their commercial development. The text is accompanied by photographs, maps, newspaper clippings, Rabindranath's manuscripts, audiocassettes, CDs and more which he reproduces in print.

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বঙ্গীয় চর্চা বা বেঙ্গল স্ট্যাডিজ দীর্ঘদিন ধরে চলমান। ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি অপরাপর যে সব ভাষায় বেঙ্গল স্ট্যাডিজের কথা জানতে পারি, তার মধ্যে ফরাসি ভাষা, ডাচ ভাষা, চেক ভাষা, জাপানিজ ভাষা, চীনা ভাষা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আসলে, প্রায় শতাধিক বছর ধরে এই সব ভাষাতে বাংলার ভাষা, দর্শন এবং ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা, গবেষণা ও বাংলা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য, সাংস্কৃতিক উপাদানের অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। ভিন্ন ভাষীদের মধ্যে জাপানের প্রখ্যাত গবেষক মাসাহিকো তোগাওয়া দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেত্রসমীক্ষার আলোকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম ভাবচর্চা, হিন্দু সংস্কৃতি এবং লালনপন্থী ভাবসাধকদের জীবন, সংগীত ও দর্শন নিয়ে একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, এমনকি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিভিন্ন সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। মাসাহিকো তোগাওয়া পেশাগত জীবনে জাপানের হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান ও উন্নয়ন বিভাগের অধ্যাপক। তিনি জাপানের বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা থেকে ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের ভাবসাধক শিরোমণি ফকির লালন সাঁই-য়ের উপর জাপানিজ ভাষায় বৃহৎ কলেবরের একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

তোগাওয়া-র গ্রন্থটির জাপানিজ নাম—*শুক্যোনি কৌসুর সেইজা : হিন্দু-কিও তো ইসলাম ওয়া মিগুরু শইউকিওউ গ্যাইনিন নো সাইকোউছিকু*, লেখকের মতে, এই শিরোনামের বাংলা অর্থ হয়—আধুনিকযুগের ধর্ম এবং একজন সাধকের দর্শন। শিরোনামের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এই একজন সাধক হলেন—লালন সাঁই। গ্রন্থে লালন সাঁইজির জীবনী বির্তক থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ও লালন সাঁইজির দর্শন; বৃটিশ, পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশে লালন চর্চার বিবর্তনের ধারা, এমনকি ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে লালনের আখড়া রক্ষার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা-সহ গ্রন্থটি মোট ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থের ভূমিকাতে ধর্মের ধারণা, ইসলাম ও হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য, ইসলাম ও সুফি সাধনার সম্পর্ক, হিন্দুধর্ম ও সাধুদের

কুষ্টিয়ার লালনপন্থী সাধুগুরুদের মাঝখানে গবেষক মাসাহিকো তোগাওয়া

সম্পর্ক, বাউল কি, হিন্দুধর্ম ও ইসলামের সাথে বাউলের সম্পর্ক কি, সাধক বলতে কি বোঝায় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'লালন হিন্দু কি মুসলমান'। এই অধ্যায়ে ফকির লালন সাঁই-য়ের জীবনীর প্রচলিত ধারণা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, একই সঙ্গে হিতকরী পত্রিকায় প্রকাশিত লালনের জীবনী, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে লালন, ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ বৃটিশ কাল পর্বে লালনের জীবনীর বিভিন্ন দিক, পাকিস্তান কাল পর্বে লালন জীবনী নিয়ে দ্বিমত শুরুর প্রসঙ্গ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে লালনের জীবনী লেখার ইতিহাস বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে তিনি পাকিস্তান আমলে 'দ্বিমত শুরু' উপশিরোনামে হিতকরী পত্রিকায় প্রকাশিত লালন-জীবনীর ইঙ্গিত, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত বসন্তকুমার পালের রচনা এবং মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত নূর মোহাম্মদের রচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কালের লালন গবেষক আবু তালিব, এস.এম. লুৎফর রহমান, খোন্দকার রিয়াজুল হক, আনোয়ারুল করীম-এর মত বিশ্লেষণ করেছেন। এরপর 'মতের বিরুদ্ধে' উপশিরোনামে তিনি এ এইচ এম ইমামউদ্দিন, আবুল আহসান চৌধুরী, ম.মনিরুজ্জামান প্রমুখ গবেষকের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম—'লালনের ধর্মীয় দর্শন'। এই অধ্যায়ে গবেষক মাসাহিকো তোগাওয়া যথাক্রমে বাংলার বাউল ও লালন ফকির, ফোকলোর ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে কবীর থেকে বাউলদের দর্শন ও লালনের গানের বাণীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। একই সঙ্গে লালনের গানের সান্ধ্যভাষা বা গূঢ়তত্ত্ব এবং দেহতত্ত্বের গানের মর্মকথা ব্যাখ্যা করেছেন। তবে, তিনি এই অধ্যায়ে শেষে লালনের গানের অর্থ বোঝার জন্য একটাই সমাধান দিয়েছেন, আর তা হলো—সাধনা ছাড়া লালনের গান বোঝা যাবে না। এক্ষেত্রে তিনি হয়তো সাধুদের মতোই গুরুকে শরণ নেওয়াকেই ইঙ্গিত করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম—'সুফিবাদী ইসলাম ও লালন'। এই অধ্যায়ে ইসলাম ধর্মের শরিয়তি ধারা ও মারফতি ধারার তুলনা মূলক আলোচনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে আল্লাহ এবং খাস তরিকার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাশাপাশি পুনর্জন্ম ভেদ প্রসঙ্গে লালনের তান্ত্রিক সাধনার কথা এবং সুফিবাদের মধ্যে তন্ত্রসাধনার প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—এখানে বাংলাদেশের ধর্মী সাধনার বিস্তার নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে গবেষক পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, বাংলাদেশের ধর্মীয় সাধনার বিস্তারের একদিকে রয়েছে সুফি সাধনার ধারা, অন্যদিকে রয়েছে তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতি। লালনের সাধনার ধারা এই দ্বিধাবিভক্ত সমাজের মধ্যে স্বতন্ত্র এবং তা পর্যবেক্ষণমূলক। এছাড়া, সুফিবাদ ও বাউলতত্ত্বের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত তিনটি হরফ আলিফ, লাম ও মিমের ব্যাখ্যা হাজির করেছেন এই অধ্যায়ে।

শুক্যোনি কৌসুর সেইজা গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠায় লালনপন্থী সাধকদের ভেক খেলাফত অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বের চিত্র

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম—'বাউল সাধকদের রক্ষার আন্দোলন'। এই অধ্যায়ে গবেষক মাসাহিকো তোগাওয়া ইতিহাসের আলোকে বাউল সাধক শিরোমণি লালন সাঁইজির মত, দর্শন, জীবন-সাধনা এবং বাউল-সাধকদের আশ্রম বা আখড়া বাড়ি রক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের আন্দোলন বিশ্লেষণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বিশেষ করে বৃটিশ উপনিবেশ কালে ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে শরিয়তপন্থীদের প্রবর্তিত বাউল ধ্বংস ফতোয়া থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সরকারীভাবে লালন সাঁইজির মাজার দখলের ঘটনা বিশ্লেষণ করেছেন। এই অধ্যায়ের আলোচনায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সরকারীভাবে লালন সাঁইজির মাজার দখলের সময় পুলিশের লাঠির আঘাতে লালনপন্থী সাধক বিল্লাল শাহ মারাত্মক ভাবে আহত হন এবং পরে মরা যান। এই অধ্যায়ের আলোচনায় ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে লালন আখড়া রক্ষা কমিটি গঠিত হবার ইতিহাস বিশ্লেষণে মাসাহিকো তোগাওয়া তথ্য দিয়েছেন যে, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে শেখ হাসিনা লালনের আখড়া বাড়িতে অডিটোরিয়াম ও রেস্টহাউজ নির্মাণের ঘোষণা দেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, কবি, লেখক ও সুধী সমাজের তৎপরতায় লালন আখড়া রক্ষা কমিটি গঠিত হয়। এই রক্ষা কমিটির আন্দোলনের মুখে হাইকোর্ট লালনের আখড়ার মধ্যে সব ধরনের ভবন নির্মাণের নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এরই মধ্যে লালনপন্থী ফকিরদের সমন্বয়ে আনোয়ার হোসেন মন্টু শাহের নেতৃত্বে লালন মাজার শরীফ ও সেবা-সদন কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু গবেষক এই অধ্যায়ের বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, ঢাকার সুধী সমাজ কর্তৃক গঠিত লালন সাঁইজি-র আখড়া রক্ষার কমিটি ও লালনপন্থী সাধকদের সেবা-সদন কমিটির মধ্যে সেই আন্দোলনে কোনো সমন্বয় ছিল না।

শুক্যোনি কৌসুর সেইজা *গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা*

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম—'বাউলের সংগ্রাম'। এই অধ্যায়ে লালনপন্থী সাধক হিসেবে গবেষক মাসাহিকো তোগাওয়া তার নিজের কথা জানান দিয়েছেন। কেননা, তিনি কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া গ্রামের লালনপন্থী সাধক আলাউদ্দিন শাহের কাছে

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া গ্রামে লালন সমাধিপ্রাঙ্গনে দুই প্রবীণ সাধকের পদচারণা

লালনমতে দীক্ষা নিয়েছেন। লালন আখড়া রক্ষার আন্দোলনের জন্য তিনি জাপান থেকে বাংলাদেশে আসেন এবং বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র প্রথম আলো-তে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন।

এই অধ্যায় থেকে জানা যায়, তাঁর সেই প্রতিবেদন প্রকাশের পর সাময়িকভাবে লালন আখড়া প্রাঙ্গণে কন্ট্রাকশন তৈরি কাজ থেমে যায়। কিন্তু ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে আবার কোনো এক রহস্যময় কারণে কন্ট্রাকশনের কাজ শুরু হয়। গবেষক এই অধ্যায়ে লালন আখড়া রক্ষার সেই ব্যর্থ সংগ্রামের রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন।

গবেষক মাসাহিকো তোগাওয়া-র সাথে আলোচক নাজমীন মর্তুজা

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম—'ওয়ান্ড হেরিটেজ হিসেবে বাউল গান'। এই অধ্যায়ে ইউনেস্কো কর্তৃক ইন্ট্যানজিবল হেরিটেজ হিসেবে বাউল গানের স্বীকৃতি দানের প্রসঙ্গ এবং বাংলাদেশের নগরকেন্দ্রিক শিল্পীদের মধ্যে বাউল গানের চর্চা নিয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এই আলোচনায় গবেষক মাসাহিকো তোগাওয়া লালনসংগীতের কিংবদন্তি শিল্পী ফরিদা পরভীন থেকে শুরু করে একেবারে সাম্প্রতিক তরুণশিল্পী আনুশেহ আনাদিলের গায়কী নিয়ে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। একই সঙ্গে মিডিয়া ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাউল গান চর্চার সাম্প্রতিক ধারা বিশ্লেষণ করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়টি হলো এই গ্রন্থের উপসংহার, যার শিরোনাম হচ্ছে—'ধর্মীয় দর্শন ও লালন'। এই অধ্যায়ে গবেষক মূলত আধুনিকযুগে লালন সাঁইজির দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করেছেন।

গবেষণাগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই গ্রন্থে প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র, শব্দের ব্যাখ্যা, নির্ঘণ্ট এবং মানচিত্র, আলোকচিত্র, হস্তলিপি ইত্যাদি মুদ্রিত হয়েছে।

জাপানের সুধীসমাজে বাংলাদেশের ভাবসাধক শিরোমণি লালন সাঁইজি-র জীবন-দর্শন ও সংগীতকে গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি বিশেষভাবে সহায়ক হচ্ছে বলে আমাদের বিশ্বাস। একই সঙ্গে লালন সাঁই-এর দর্শনের বীজ একজন ভিন্নভাষী গবেষকের দৃষ্টিতে কীভাবে ব্যাখ্যাত এবং বিশ্লেষিত তা জানার জন্য গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ অতীব জরুরি বলে মনে করি।

* গ্রন্থকার ও গবেষক গবেষক মাসাহিকো তোগাওয়া-এর সাথে আলাপের ভিত্তিতে এই পুস্তক আলোচনাটি রচিত।